"সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মার লক্ষণ - সন্তুষ্টতা আর প্রসন্নতা"

আজ সর্ব প্রাপ্তি করানো বাপদাদা তাঁর চতুর্দিকের প্রাপ্তি সম্পন্ন বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সর্ব প্রাপ্তির দাতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ বাবার বাচ্চা তোমরা, তাই প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবা সর্ব প্রাপ্তির উত্তরাধিকার দিয়েছেন। এমন নয় যে - কাউকে ১০ টা দিয়েছেন আর কাউকে ২০টা দিয়েছেন। সকল বাচ্চাকে সর্ব প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছেন। সব বাচ্চারাই হলো ফুল (সম্পূর্ণ) সম্পদের অধিকারী। সুতরাং বাপদাদা দেখছেন যে, প্রতিটি অধিকারী বাচ্চা নিজের মধ্যে প্রাপ্তির অধিকার কতখানি প্রাপ্ত করেছে? বাবা সম্পূর্ণ দিয়ে দিয়েছেন। বাবাকে সর্বশক্তিমান বা সম্পন্ন সাগর বলা হয়। কিন্তু বাচ্চারা সেই প্রাপ্তি গুলিকে কতদূর নিজের বানিয়েছে? বাবার দেওয়া উত্তরাধিকারকে যখন বাচ্চারা নিজের বানিয়ে নেয়, তো যত যত নিজের বানায়, ততই নেশা আর খুশী হতে থাকে যে - এ'সব হলো আমার সম্পদ। দিয়েছেন বাবা, কিন্তু নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজের বানিয়ে নিয়েছে। তাহলে কী দেখলেন? দেখলেন যে, নিজের বানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নম্বরক্রম হয়ে গেছে। এই নম্বর বাবা বানাননি, কিন্তু নিজেদের ধারণ করবার যার যেমন শক্তি সেই অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে নম্বরের সারিতে নিয়ে গেছে। যে আত্মারা সম্পূর্ণ অধিকার বা সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন, তারা সদা অমৃতবেলার থেকে রাত পর্যন্ত প্রাপ্তির নেশায় বা অনুভবে থাকে, তাদের চিহ্ন কী হবে? প্রাপ্তির চিহ্ন হলো সন্তুষ্টতা। সে সদা সন্তুষ্টমণি হয়ে অন্যদেরকেও সন্তুষ্টতার ঝলকের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিতে থাকে। তাদের চেহারা সদা প্রসন্নচিত্ত দেখাবে। প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ সর্ব প্রশ্ন চিত্তের (মনে সকল রকমের প্রশ্ন আসার থেকে) থেকে অনেক দূরে। কোনো রকমের প্রশ্ন থাকবে না, প্রসন্ন থাকবে। কেন, কি, কীভাবে - এ সব সমাপ্ত। তো এই রকম প্রসন্নচিত্ত হয়েছো? নাকি এখনও কখনো কখনো কোনো কোনো প্রশ্ন মনে ওঠে যে, এটা কী, এটা কেন হলো, এটা কীকরে হলো, কখন হলো? এই সব প্রশ্ন তোমার নিজের কিম্বা অন্যদের মনে ওঠে? তোমরা প্রশ্নচিত্ত নাকি প্রসন্নচিত্ত? নাকি কখনো প্রশ্নচিত্ত কখনো প্রসন্নচিত্ত? কোনটা? এমনিতে তো গাওয়া হয়ে থাকে - অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। এ কাদের, কোন্ ব্রাহ্মণদের গায়ন? তোমাদের নাকি অন্যরা কেউ আসার আছে? তোমরাই তো! তো যখন কোনো কিছুর অপ্রাপ্তি হয়, অপ্রাপ্তি হলো অসন্তুষ্টতার কারণ। নিজের অনুভবকে দেখো - কখনো যদি মন অসন্তুষ্ট হয়, কী কারণে হয়? কোনো না কোনো অপ্রাপ্তির অনুভব করে থাকো বলেই অসন্তুষ্টতা এসে থাকে। গায়ন তো রয়েছে অপ্রাপ্ত নেই কোনো বস্তু। এটা এখনকার গায়ন নাকি বিনাশের সময়ের? বিনাশের সময় সম্পন্ন হয়ে যাবে নাকি এখন হতে হবে? যারা মনে করো যে, আমরা সদা প্রসন্নচিত্ত থাকি, কখনোই কোনো বিষয়েই, সেটা নিজেদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই হোক এমনকি অন্যদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও প্রশ্নই ওঠে না, সদা সন্তুষ্ট থাকে - এই রকম সন্তুষ্ট আত্মারা সংখ্যায় কত হবে? অনেক রয়েছে! আচ্ছা, যারা মনে করো যে, সদা প্রসন্ন থাকো, মায়া যতই নাড়াতে থাকুক, কিন্তু আমরা নড়ি না, মায়া নাড়ায়, মায়া নমস্কার করে, আমরা হলাম অঙ্গদ, মায়া হেরে যায়। কিন্তু আমরা বিজয়ী হই, এই রকম যারা রয়েছো, তারা হাত তোলো, সদা শব্দটিকে মনে রাখবে, কখনো কখনো হয় যাদের, তারা নয়। খুবই কম, কোটির মধ্যে কেউ রয়েছে! কোশ্চেন মার্ক তো ওঠে না? কোশ্চেন মার্ক ডিকশনারী থেকে যেন বাদ হয়ে যায়। দোলাচলও যেন না হয়। কম্পিউটার যখন চালাও তাতে তো আসে, তাই তো? তোমাদের বুদ্ধি রূপী কম্পিউটারে সদা ফুলস্টপের মাত্রা যেন আসে। কোশ্চেন মার্ক, আশ্চর্যের মাত্রা সমাপ্ত। একে বলা হয় সদা প্রসন্নচিত্ত। এই রকম প্রসন্নচিত্ত অন্যদের কোশ্চেন মার্ককে সমাপ্ত করে দেয়। নাহলে তো নিজের মধ্যে যদি কোশ্চেন মার্ক থাকে, তবে যেটাই শুনবে, দেখবে, বলবে - হ্যাঁ, এটা তো হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হচ্ছে, আমিও বুঝতে পারি, হওয়া উচিত নয় - মিক্স হয়ে যাবে। তার প্রশ্নকে আরও বেশী করে আন্ডারলাইন করে দেবে। তাকে তো তুমি সাপোর্ট দিয়ে দিলে এই বলে যে - হ্যাঁ, এটা ঠিক নয়, কিন্তু হয়ে থাকে... । তো প্রসন্নচিত্ত তাকে করলে না, বরং আরোই প্রশ্নকে বাড়িয়ে দিলে। অ্যাডিশন হয়ে গেলো। এমনিতে একজনের প্রশ্ন ছিল, এখন দুইজনের হয়ে গেলো, দুই থেকে চার হয়ে যাবে। তো প্রসন্নচিত্ত ভাইব্রেশনের পরিবর্তে খুব দ্রুত প্রশ্নচিত্তের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে যাবে। তুমি বললে হ্যাঁ! এই রকম... অর্থাৎ তাকে সাপোর্ট করলে। আশ্চর্যের মাত্রা এসে গেলো না? হ্যাঁ! তো ফুলস্টপ তো হলো না, তাই না? নিজের প্রতিও - এটা আমার দ্বারা হওয়া উচিত হয়নি, এটা আমার পাওয়া উচিত, এটা অন্যদের থাকবে কেন, তো এই চাই - চাই প্রশ্নচিত্ত বানিয়ে দেয়, প্রসন্নচিত্ত নয়। তো তোমাদের সকলের লক্ষ্য কী? সন্তুষ্ট, প্রসন্নচিত্ত।

যার চিত্ত প্রসন্ন থাকে, তার মন-বুদ্ধির ব্যর্থের গতি ফাস্ট হবে না। সদা নির্মল, নির্মান। নির্মান হওয়ার কারণে সকলকে নিজের প্রসন্নচিত্তের ছায়াতে শীতলতা দেবে। যতই অগ্নিশর্মা ব্যক্তি লোক, অত্যন্ত মাথা গরম লোকই হোক না কেন

প্রসন্নচিত্তের ভাইব্রেশনের ছায়াতে শীতল হয়ে যাবে। দুর্বলতা কেন আসে? এমনিতে ঠিকঠাক চলছো, তোমার নিজের হিসাবে একা ঠিক মতোই চলছো, কিন্তু যখন সম্বন্ধ সম্পর্কে আসছো, তখন অন্যদের দুর্বলতা গুলিকে দেখে শুনে, বর্ণনা করে তার প্রভাবে এসে যাচ্ছো। তারপর তখন বলতে থাকো যে, অমুকে এই রকম করলো বলেই না আমিও ওই রকম করে ফেললাম। সে (আগে) বললো, তখনই আমি বললাম। অমুকে ৫০ বার বললো, আমি একবারই বলেছি। তারপর বাবার কাছেও খুব মিষ্টি মিষ্টি করে বলতে থাকে - বাবা আপনিই বলুন তো আর কতো সহ্য করা যায়! এইরকম ছিল তো, ওই রকম ছিল তো, এই রকম ছিল যে... এই রকম ওই রকম এর মালা জপতে থাকে। বাপদাদা সব সময়ই ইশারা দিতে থাকেন যে, এই ধরনের কথাকে দুটি শব্দে বর্ণনা করো। লম্বা টানতে থেকো না। কারণ এইসব ব্যর্থ কথা অত্যন্ত টকঝালমিষ্টির হয়ে থাকে। মজাদার লাগে। খাওয়ার সময়ও যেমন টক মিষ্টি জিনিস বেশি ভালো লাগে তাই না? আর ফিকা, সাদামাটা হলে বলবে এগুলো তো সব সময়ই খাচ্ছি। তো ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ চিন্তন শোনা, বলা আর করা - এতে চলতে চলতে ইন্টারেস্ট বেড়ে যায়। তখন ভাবে - আমি তো চাইনি কিন্তু অমুকে বললো বলেই না। তখন আমিও ভাবলাম এর কথা শুনেই নিই, এর মনটা হাল্কা হয়ে যাক। তার মন তো হাল্কা হয়ে গেলো আর তুমি তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে ফেললে। সে'সব একটু একটু করে মনের মধ্যে ভরতে ভরতে তারপর সেটাই সংস্কার হয়ে যায় আর যখন সংস্কার হয়ে যায়, তখন বুঝতেই পারা যায় না যে এটা রং। এই ব্যর্থ সংস্কার বুদ্ধির নির্ণয় করার শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। সেইজন্য সব থেকে সহজ সন্তুষ্ট থাকার বিধি হলো - সদা নিজের সামনে কোনো না কোনো বিশেষ প্রাপ্তিকে রাখো, কারণ প্রাপ্তির কথা ভুলতে পারা যায় না। জ্ঞানের পয়েন্টস্ ভুলে যাওয়া সম্ভব কিন্তু কোনো প্রাপ্তি হলে সেটা মনে থাকে। বাবার থেকে কি কি পেয়েছি, কতখানি পেয়েছি - ভ্যারাইটি ভালো লাগে তো না? এক রকমের জিনিস ভালো লাগে না। তো নিজের প্রাপ্তি গুলিকে নিজে দেখো - জ্ঞানের খাজানার প্রাপ্তি কতখানি, যোগের থেকে প্রাপ্তি কতখানি, দিব্য গুণের প্রাপ্তি কতখানি, প্র্যাকটিক্যাল নেশাতে, খুশীতে থাকার প্রাপ্তি কতখানি? অনেক বড় লিস্ট তাই না? আগেও বলেছিলাম যে, কখনো একটি, কখনো অন্য আরেকটি গুণের প্রাপ্তিকে সামনে রেখে সন্তুষ্ট থাকো। কারণ একটি গুণকেও যদি গ্রহণ করো, তবে বিকার গুলির নিজেদের মধ্যে যেমন গভীর সম্বন্ধ রয়েছে, বহিরাঙ্গিক রূপে যদি ক্রোধের প্রকাশ ঘটে, তখন যদি অভ্যন্তরীণ দিক থেকে চেক করে দেখো, তবে দেখতে পাবে ক্রোধের সাথে লোভ, অহংকার মিশে থাকবেই থাকবে। এগুলি সব হলো নিজেদের মধ্যে সাথী। কোনোটা ইমার্জ রূপে থাকে, কোনোটা মার্জ রূপে থাকে। অন্যদিকে গুণের ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। ইমার্জ একটি গুণকে রাখো, কিন্তু অন্য গুণও তার সাথেই মার্জ রূপে থাকে। সুতরাং রোজ কোনো না কোনো প্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব অবশ্যই করো। প্রাপ্তি যদি ইমার্জ রূপে থাকে তবে প্রাপ্তির সামনে অপ্রাপ্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সদা সন্তুষ্ট থাকবে। এমনিতেও দেখো, দুনিয়াতেও সকলে প্রধানতঃ কি প্রাপ্ত করতে চায়?

প্রত্যেকে চায় যে, নিজের নাম হোক, দ্বিতীয়তঃ মান হোক, তৃতীয়তঃ মর্যাদা (শান) পেতে চায়। নাম - মান - মর্যাদা - এ'সব প্রাপ্ত করতে চায়। তোমরাও কী চাও? তোমরাও তো এইসবই চাও তাই না? জাগতিক নয়, অসীম জগতের। জগতের মানুষ তো জাগতিক নামের পিছনে ছোটে আর তোমাদের নাম বিশ্বে যতখানি উচ্চ হয়, ততখানি আর কার হয়? তো তোমরা তোমাদের নিজেদের নামকে দেখো। নামের সবথেকে বড় বিশেষত্ব এটাই দেখো যে, তোমাদের নাম কে জপ করে? স্বয়ং ভগবান তোমাদের নাম জপ করেন! তাহলে এর চেয়ে বড় নাম আর কী হবে! তোমাদের নামের দ্বারা এখনও এই লাস্ট জন্মেও অনেক আত্মারা নিজেদের শরীর নির্বাহ করে চলেছে। তোমরা তো ব্রাহ্মণ না? তো ব্রাহ্মণদের নামে আজও নামধারী ব্রাহ্মণ কতো রোজগার করছে! এখনও পর্যন্ত নামধারী ব্রাহ্মণদেরকে কতো উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়। তাহলে তোমাদের নামের তবে কতো মহিমা! তোমাদের এত শ্রেষ্ঠ নাম হয়ে গেছে, তাই সীমিত নামের পিছনে যেও না। আমার নাম তো কখনো কেউ নেয়ই না, আমার নাম সব সময় পিছনেই থাকে, সেবা করছি আমি আর নাম হয়ে যাচ্ছে অন্যদের... তাই সীমিত নামের পিছনে যেও না। বাবার হৃদয়ে তোমার নাম সর্বদাই শ্রেষ্ঠ হিসেবে রয়েছে। বাবার হৃদয়ে যখন নাম হয়ে গেছে, তাহলে কোনও সেবাতে বা কোনো প্রোগ্রামে অথবা যে কোনো বিষয়ে যদি তোমার নাম নাও আসে, তাতে কি এসে গেল, বাবার কাছে তো আছে না! ভক্তি মার্গে যেমন হনুমানের চিত্রে দেখায় না যে, তার হৃদয়ে কে রয়েছে? রাম ছিল! আর বাবার হৃদয়ে কি রয়েছে? (বাচ্চারা) তো বাচ্চাদের মধ্যে তোমরা রয়েছো নাকি নও? তো সকলের নাম রয়েছে। তাহলে আর নামের পিছনে কেন পড়ো? কেননা মেজরিটির কাছে এই নাম - মান - মর্যাদা পতনও ঘটায় আবার এই নাম - মান - মর্যাদা নেশাকেও ঊর্ধ্বমুখী করে তোলে। সুতরাং প্রাপ্তির রূপে দেখো! মনে করো কোনো কারণে তোমার নাম গুপ্ত রয়েছে আর তুমি ভাবছো যে, আমার নাম হওয়া উচিত। হ্যাঁ সেটা ঠিক যে হওয়া উচিত। তবুও যদি কোনো আত্মার সাথে হিসাব নিকাশের কারণে অথবা তার সংস্কারের কারণে তোমার নাম যদি না হয়, তুমি ঠিক আর সে রং, অথচ তারই নাম হচ্ছে, তোমার হচ্ছে না, তবে বিজয়মালাতে তোমার নাম নিশ্চিত রয়েছে। সেইজন্য এরও পরোয়া ক'রো না। এই রূপ ধরে মায়া বেশী করে আসে। সেইজন্য এখন যদি ভুলবশতঃ নাম মিসও হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু বিজয় মালাতে তোমার নাম মিস হতে পারে না। আগে তোমাদের নাম হবে। তো তোমাদের নামের মহিমা মনে রেখো যে, আমার নাম বাবার হৃদয়ে রয়েছে, বিজয় মালাতে রয়েছে, অন্তিম সময় পর্যন্ত আমার নাম সেবা করছে।

আর তোমরা মান কতখানি পেয়ে থাকো? ভগবানও তোমাদেরকে নিজের থেকেও আগে রাখেন। আগে বাচ্চারা। তো স্বয়ং বাবাই তোমাদেরকে মান দিয়েছেন। কতখানি মান তোমাদের, তার প্রুফ দেখো যে, তোমাদের জড় চিত্রেরও লাস্ট জন্ম পর্যন্ত কতখানি মান রয়েছে! জানুক কিম্বা না জানুক, কিন্তু যে কোনো দেবী-দেবতার চিত্রকে দেখো তারা কতো সম্মানের সাথে দেখে। সবথেকে শ্রেষ্ঠ মান এখনও পর্যন্ত তোমাদের চিত্রেরও রয়েছে। এটাই হলো প্রুফ। যখন তোমাদের চিত্রই এত মাননীয়, পূজনীয়, তো যাকে এত মান দেওয়া হয়, তাকে পূজনীয় বলে মানা হয়। সব সময় বলে না যে - ইনি হলেন আমাদের পূজনীয়, পূজ্য ইনি। তো প্র্যাকটিক্যাল প্রুফ হলো যে, তোমাদের চিত্রেরও মান রয়েছে, তো চৈতন্যতেও রয়েছে, তবুও চিত্রের মান রয়েছে। চৈতন্যতে যদি মান না থাকে, তবে চিত্র কীকরে পেতো? বাবা তো সব সময় বলেন যে - আগে বাচ্চারা। বাচ্চারা ডবল ভাবে পূজিত হয়ে থাকে, বাবার হলো সিঙ্গল। তো তোমাদের মান বাবার থেকে বেশীই হলো তাই না! এতখানি শ্রেষ্ঠ মান প্রাপ্ত হয়েছে! তো যখনই কোনো সীমিত জাগতিক মান এর কথা আসে, তো ভাববে যে, আত্মাদের মান নিয়ে কি হবে? যখন পরম আত্মার মান প্রাপ্ত হয়ে গেছে। এমন ভেবো না যে, আমি তো এত কিছু করি, তবুও মান দেয় না, খোঁজই নেয় না! এ'সব ভাবনা হলো ব্যর্থ। কারণ তোমরা যত বেশী সীমিত জাগতিক মান এর পিছনে ছুটতে থাকবে, তো এই সীমিত জগতের যে কোনো জিনিস হলো ছায়ার মতো। ছায়াকে যদি ধরতে যাও কখনো সেই ছায়াকে ধরতে পারা যায়, কখনো সেটা দূরে সরে যায়। সেই রকমই এই সীমিত জাগতিক মান, সীমিত নাম - এ'সব হলো ছায়ার মতো। এই মায়ার রৌদ্রে এই নাম, মানকে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আসলে সে'গুলির কোনোই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তোমরা নামও পেয়ে গেছো, মানও পেয়ে গেছো আর কতো কতো সম্মান বা মর্যাদা তোমাদের ! নিজের এক একটি সম্মানকে (শানকে) স্মরণ করো।আর এই সম্মানের আসনে কে বসিয়েছেন? বাবা বসিয়েছেন। বাবার হৃদয়ের সিংহাসনে আসীন তোমরা। সবথেকে বড়'র থেকেও বড় সম্মান তো হলো রাজ্য পদ, তাই না? তো তোমরা সিংহাসন আর মুকুট পেয়ে গেছো না? পরম আত্মার সিংহাসনে আসীন যে, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে?

কখনো কখনো নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা ছোট্ট ভুল তোমরা করে ফেলো। যেটা রিয়্যাল সম্মান বা মর্যাদা, রুহানী শান, সেটা কখনোই অহমিকার ফিলিং আনতে দেয় না। কিন্তু কখনো কখনো তোমরা কী করে থাকো? অহমিকার জন্ম নিচ্ছে কিন্তু মনে করছো এই শান তো অবশ্যই রাখা উচিত। এইটুকু শান তো রাখাই উচিত না? শান এ থাকা ভালো, শান নাকি অহমিকা সেটা, সেটাকে খুব ভালো করে চেক করো। কখনো কখনো অহমিকাকে তোমরা শান মনে করে নাও আর তারপর নির্মান হতে পারো না। তোমরা তোমাদের শানকে রিয়্যাল ভেবে নাও, কিন্তু অন্যরা মনে করে যে এটা হলো অহংকার। তখন এতটুকুও কেউ যদি কিছু বলে দিলো, সেটা তখন অপমানের মতো লাগে। অহমিকা যার রয়েছে, তাদের অপমান খুব তাড়াতাড়ি ফিল হবে। মজার ছলেও যদি কেউ কিছু বলে দিলো, তো অপমান মনে হবে। এটাই হলো অহমিকার লক্ষণ। তখন ভাববে - না, আমি তো এইরকম নই, এইভাবে কী বলা উচিত! সুতরাং নির্ণয় ঠিক মতো করো। সেই সময় নির্ণয় করার ব্যাপারে একটা নতুন দুর্বলতা তৈরী করে ফেলে থাকো তোমরা। যথার্থর পরিবর্তে মিক্স হয়ে যায় আর তোমরা সেটাকে যথার্থ মনে করে নাও। তো সাধারণভাবে দেখে তো বেশ ভালোই মনে হয়। কিন্তু কথাবার্তা, ওঠা-বসা দেখে বুঝতে পারা যায় যে এটা অহংকার। সেটাও যদি কেউ বলে ফেলে তখন অপমানের ফিলিং এসে যাবে। তো স্বমান আর অভিমান (অহমিকা) এর মধ্যে পার্থক্যকেও চেক করো। স্বমান হলো কতো বড়, সম্মান কতো বড়, সেই অসীম জাগতিক নাম, মান আর সম্মানকে সদা ইমার্জ রাখো। মার্জ নয়, ইমার্জ করো। স্মরণ করার ক্ষেত্রে যেমন কখনো কখনো অমনোযোগিতা এসে যায়, তখন তোমরা বলে থাকো যে, আমি তো বাবারই, স্মরণ আর কী করবো...। কিন্তু ইমার্জ সংকল্পের দ্বারা প্রাপ্তির অনুভব হয়ে থাকে। সেই রকমই ধারণাতেও অ্যালার্ট থাকো, অমনোযোগী হয়ো না। কেননা সময় সমীপে আসছে আর সময় যে সমীপে আসছে তার কী সূচনা দিচ্ছে? সমান হও, সম্পন্ন হও। তো সময়ের চ্যালেঞ্জকে দেখো আর সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হও। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সদা সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মারা, সদা সন্তুষ্ট, সদা প্রসন্নচিত্ত থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ নাম, মান, মর্যাদার অধিকারী অনুভবকারী সমীপ আত্মারা, সদা সকলকে সন্তুষ্টতার ভাইব্রেশনের লাইট - মাইট প্রদানকারী প্রসন্নচিত্ত আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে ভরপুর অনুভব করে সদা সেফ থাকতে পেরে স্মৃতি তথা সমর্থী স্বরূপ ভব

বাপদাদার দ্বারা সঙ্গমযুগে যে যে খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে, তার দ্বারা নিজেকে সদা ভরপুর রাখো, যত ভরপুর

ততই হেলদোল রহিত। ভরপুর জিনিসের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো জিনিস প্রবেশ করতে পারে না। এই রকম বলতে পারবে না যে, সহ্য শক্তি বা শান্তির শক্তি নেই, একটু আধটু ক্রোধ বা আবেশ এসে যায়। কোনো শত্রু জোর করে তখনই চলে আসে যখন অমনোযোগ রয়েছে অথবা ডবল লক নেই। স্মরণ আর সেবার ডবল লক লাগিয়ে দাও, স্মৃতি স্বরূপ থাকো, তবে সমর্থ হয়ে সর্বদাই সেফ থাকবে।

স্লোগানঃ- বিশ্বের নব নির্মাণ করবার জন্য নিজের স্থিতি নির্মাণচিত্ত বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;